সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদকে সম্মাননা স্বারক প্রদান

সামাজিক ও মানবিক কাজে বিশেষ অবদান রাখায় সে¦চ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর জীবননগর উপজেলার সভাপতি সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদকে সম্মাননা স্বারক প্রদান করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে যশোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সে¦চ্ছাসেবী সংগঠন এফ,এস,ডি,ওর আয়োজনে সামাজিক ও মানবিক কাজে বিশেষ অবদান রাখায় ৬টি জেলার বিভিন্ন সে¦চ্ছাসেবী সংগঠনের ১০ জন ব্যক্তির হাতে সম্মাননা স্বারক ও সনদ পত্র তুলে দেওয়া হয়।

সে¦চ্ছাসেবী সংগঠন এফ,এস,ডি,ওর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দেব বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলার সিভিল সার্জন ডা. শেখ আবু শাহীন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক কল্যাণ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক বীর মুক্তিযোদ্ধা একরামুদদৌলা, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনি, যশোর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. মাহমুদ হাসান বুলু, মনিরামপুর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার রোকনুজ্জামান, যশোর জেলা প্রতিবন্ধী বিষায়ক কর্মকর্তা মুনা আফরিন। উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক ভাবে পরিচালনা করেন টি এম সাইফুল আলম। এদিকে সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ সম্মাননা স্বারক পাওয়ায় তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, জীবননগর প্রেস ক্লাবের যুগ্ম-সম্পাদক এ্যাড.আকিমুল ইসলাম, সাংবাদিক জহিরুল ইসলাম, ফয়সাল মাহতাব মানিক, মাজেদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মাসুম, হাসাদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মতিয়ার রহমান, জীবননগর শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার সভাপতি সাব্বির সামি মুহিত, সদস্য চাষী রমজান, তুহিনুজ্জামান, লাবনী, জীবননগর বন্ধু রক্তদান কেন্দ্রের এ আর ডাবলু, ঐশ্বয সাহা প্রিয়া, সাদিয়া, গঙ্গাদাশপুর যুব সংগঠনের সভাপতি শাহিন কবির, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ।

মেহেরপুরে জোর করে তালা মেরে দোকান দখলের অভিযোগ

মেহেরপুর সদরের পিরোজপুর বাজারে দোকান ঘরে তালা ঝুলিয়ে দখল করার অভিযোগ উঠেছে ওই গ্রামের হেদায়েত উল্লাহর নামে।

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে দোকানের সাইনবোর্ডের নাম কালি দিয়ে মুছে ফেলে দোকানে তালা ঝুলিয়ে দেয় হেদায়েত উল্লাহর লোকজন।

স্থানীয়রা জানান, পিরোজপুর গ্রামের বাজারের ওপর মৃত আজিম উদ্দিনের ছেলে হাবিবুর রহমানের ৯ শতক জমির উপর পাকা দোকান রয়েছে। যার খতিয়ান নম্বর আর এস ৯৯৭, দাগ নম্বর ২৪১১-১২। উভয়পক্ষের বাড়ির সীমানা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হলে হাবিবুরের নামে মেহেরপুর দেওয়ানী আদালতে ২৭০/২০১৭ সালে মামলা দায়ের করে হেদায়েত উল্লাহ। পরবর্তীতে উভয়পক্ষের সম্মতিতে বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পিরোজপুর গ্রামে একটি সালিশ বৈঠকে মামলা ও তফসিল বর্ণিত জমির বিষয়টি মীমাংসা করা হয়। হেদায়েতুল্লাহ দোকান নির্মাণ খরচ বাবদ এককালীন আড়াই লক্ষ টাকার মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা করেন এবং হাবিবুরের নামে দায়েরকৃত দেং ২৭০/২০১৭ নম্বর মামলাটি নিজ দায়িত্বে আদালতে প্রত্যাহার করে নেবেন বলে জানান।

দীর্ঘদিন পর হেদায়েতুল্লাহ ওই জমি পুনরায় দখলের চেষ্টা করেন। দোকানটি বর্তমানে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহনের অফিস বানানো হয়েছে। দোকানটির উপরে সাইন বোর্ডে লেখা নাম কালি দিয়ে রাতারাতি মুছে ফেলা হয়েছে।

এ বিষয়ে হাবিবুর রহমান বলেন, আমাদের নিজস্ব জমির উপর দোকান রয়েছে বর্তমানে দোকানটি আমি অফিস হিসেবে ব্যবহার করছি । গ্রামের কিছু অসাধু ব্যক্তি এই জমি নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছেন। এই জমি নিয়ে দুইবার মামলা হয়েছিল, মামলাতে দুইবার আমরা জিতেছি। জমির উপর দোকান নির্মাণ খরচ বাবদ হেদায়েতুল্লাহ আমার কাছ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা সালিশের মাধ্যমে নেন। পুনরায় সে কিভাবে আমার জমির উপরে যায় এটা আমি বুঝতে পারছি না।

এ বিষয়ে হেদায়েতউল্লাহ বলেন, অনেক আগেই জমিটা আমরা কিনেছিলাম। পরে জমিটা আমার কাছ থেকে জোর করে কিনে নেয়। আমি জমিটা বিক্রি করব না এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

দোকানের নির্মাণ খরচ বাবদ আড়াই লক্ষ টাকা সালিশের মাধ্যমে নেওয়ার কথা তিনি স্বীকার করলেও পুনরায় জমি দখল করতে গেছেন এ বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে সদুত্তর দিতে পারেনি।

কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় আহত ভ্যান চালকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় গুরতর আহত ভ্যান চালক দুলাল বিশ্বাস (৬২) মারা গেছেন। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। নিহত দুলাল বিশ্বাস উপজেলার মামুনশিয়া গ্রামের মৃত খোরশেদ বিশ্বাসের ছেলে।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গত বৃহস্পতিবার বিকালে বলুহর বটতলা রেল গেইট সংলগ্ন এলাকায় রেল লাইনের পাশেই আগাছা কাটছিলেন দুলাল।

এসময় ঢাকা থেকে খুলনা অভিমূখে সুন্দরবন এক্সপ্রেস ডাউন ট্রেনের সঙ্গে দুলাল সজোরে ধাক্কা খায়। এতে সে গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে নেয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের

শৈলকুপা অংশে রাস্তা সংস্কারে অনিয়ম

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শৈলকুপা অংশে রাস্তা সংস্কারের কাজে ব্যাপক অনিয়ম দেখা গেছে। ৭ মাস পর সংস্কার কাজে ফিরে পাথরের পরিবর্তে ইটের খোয়া দিয়ে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়ক সংস্কার করছে একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহসড়কের শৈলকুপার ভাটই বাজার এলাকায় এই কাজ করা হচ্ছে।

তবে ঠিকাদরী প্রতিষ্ঠানের সাথে কথা বলে জানা যায়, বড় গর্ত সংস্কারে তাদের কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। এই জন্য ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগের অনুমতি নিয়ে খোয়া দিয়ে কাজ করছেন।

অন্যদিকে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই কাজের সুপারভেশন ইঞ্জিনিয়ার গোলাম সারোয়ার জানান, তারা এ ধরনের কোন অনুমোতি দেননি বরং ঐ অংশের কাজ বন্ধ করতে বলেছেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ৭ মাস পর কাজে ফিরে যেনতেন ভাবে কাজ শেষ করার চেষ্টা করছে। ৭ মাস আগে কাজ শেষ করলে রাস্তায় বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হতো না। তারপরও ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগ দুই ঈদের আগ থেকেই ঠিকাদারের নিয়ন্ত্রণে থাকা রাস্তার মেরামত কাজ অফিসের গাড়ি, ইট, পাথর, খোয়া, পিচ, জনবল ও মালামাল ব্যবহার করে চালিয়ে যাচ্ছে।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ঝিনাইদহ শহরের আলহেরা, হামদহ ও কুষ্টিয়া মহাসড়কের শৈলকুপার পর্যন্ত সংস্কার কার্যাদেশ পায় ঢাকার আবেদ মনসুর কনস্ট্রাকশন ফার্ম। কাজ শুরুর পর থেকেই তারা অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করে। এ নিয়ে কাজ বন্ধসহ কয়েকবার মানববন্ধন করে এলাকাবাসী। এরপর মার্চ মাসে করোনাকালীন কাজ বন্ধ করে ৮ কোটি ৩৩ লাখ টাকার বিল নিয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান চলে যায়। দীর্ঘ ৭ মাস সংস্কারের কাজ বন্ধ থাকার পর সড়ক বিভাগ একের পর এক চিঠি দিয়ে শেষ পর্যন্ত গত মাস থেকে সড়ক সংস্কারে ফেরে আবেদ মনসুর কনস্ট্রাকশন ফার্ম।

ভাটই বাজারের ব্যবসায়ী ইমরান এন্টারপ্রাইজের মালিক ইমরান হোসেন অভিযোগ করেন, ৭ মাস কাজ বন্ধ থাকার সংস্কারের যে কাজ করা হচ্ছে তা খুবই নিম্নমানের। এবার পাথরের পরিবর্তে ইটের খোয়া দিয়ে সংস্কার কাজ করা হচ্ছে। এই মহাদুর্নীতির মাধ্যমে একটি দেশ চলতে

পারে না।

শৈলকুপার ভাটই এলাকার নাকোল গ্রামের তরিকুল ইসলাম বলেন, ২০ কোটি টাকার সড়ক সংস্কার যদি পাথরের পরিবর্তে ইটের খোয়া দিয়ে হয় আর এটা দেখার কেউ না থাকে তা হলে এর থেকে দু:খজনক ঘটনা আর কি হতে পারে?

আবেদ মনসুর কনস্ট্রাকশন ফার্মের প্রজেক্ট ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, বড় বড় গর্ত সংস্কারে তাদের কোন অর্থ বরাদ্দ নেই এ কারণে তারা গর্তে ইটের খোয়া দিয়ে তার উপর পাথর দিচ্ছেন। আর এ কাজটি তারা ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের অনুমতি নিয়েই করছেন। তাদের কাজে কোন রকম দুর্নীতি নেই। সবই সিডিউল মোতাবেক করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী গোলাম সরোয়ার জানান, মহাসড়ক সংস্কারে পাথরের পরিবর্তে ইটের খোয়া দেওয়ার কোন বিধান নেই। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ইটের খোয়া দিয়ে সড়ক সংস্কারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাদের এ কথা ঠিক না। বরং যে স্থানে তারা এ কাজ করছে সেখানে কাজ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

পাখি প্রেমিক চা দোকানী

বন্য প্রাণী, পশু-পাখিকে ভালোবাসতে কোন অর্থ বিত্ত লাগেনা শুধু মন থাকলেই ভালোবাসা যায় এসব প্রাণীকুলকে। তেমনটিই প্রমাণ করলেন ঝিনাইদহের এক চা বিক্রেতা। ঝিনাইদহ শহরের ফিরোজ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সামনে চা বিক্রেতা হাফিজুল ইসলাম তিনি প্রতিদিন শত শত শালিক, বুলবুলিসহ ছোট পাখির খাবার দেন। দিন শেষে তার দোকানের যে পাউরুটি, কেক, বিস্কুট যা অবশিষ্ট থাকে সেগুলো পাখিদের জন্য রেখে দেন। সকাল বেলা দোকান খোলার সাথে সাথে পাখিরা তার দোকানের আশেপাশে ঘুরঘুর করে, আর তিনি ছোট ছোট করে কেটে তাদের সামনে সেগুলো বিলিয়ে দেন। সাথে সাথে অন্য জায়গায় পানি দিয়ে দেন, পাখিরা ওগুলো খেয়ে তৃপ্তিতে কিচিরমিচির শব্দে লাফালাফি করে। প্রতিদিন তিনি পনের/বিশটা কেক, পাউরুটি, বিস্কুট তাদের জন্য বরাদ্দ রাখেন। এগুলো বিলিয়ে দিয়ে তিনি আনন্দ উপভোগ করেন। তিনি

পেশায় একজন চা বিক্রেতা হলেও ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে অনেক আগ্রহী। দুই ছেলে মেয়ের মধ্যে ছেলে ২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী মেয়ে এবার ৮ম শ্রেণি পাশ করেছে। তিনি আশা করেন ছেলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষিত করে গড়ে তুলবেন।

মেহেরপুরে নতুন করে এক জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ এক জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৬৭৪ জন।

নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ০৬ টি। এর মধ্যে ০১ টি পজিটিভ। তিনি মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৪৬৩৪ টি। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ৬৭৪ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২৪ টি (সদরে- ১৫, গাংনীতে- ০৬ ও মুজিবনগরে- ০৩) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১৬ জনের। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ৫৮০ জন।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তের পরিচয় মেহেরপুর সদরের বাড়িবাঁকা গ্রামের মলিদা (৫০)।

[redacted]

[redacted]

গাংনীর টিএইচও’র বিরুদ্ধে সরকারি তথ্যগ্রহণে বাধা প্রদানের অভিযোগ

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. এম রিয়াজুল আলমের বিরুদ্ধে সরকারি তথ্যগ্রহণে বাধা প্রদানের অভিযোগ করা হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার সোহেল মাহমুদ সোহাগ নামের এক মুক্তিযোদ্ধার সন্তান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে এ অভিযোগ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি মেহেরপুর সিভিল সার্জনের কাছেও অভিযোগ পত্রের অনুলিপি দিয়েছেন। অভিযোগ পত্রের কপি মেহেরপুর প্রতিদিন এ সংরক্ষিত রয়েছে।

অভিযোগকারী সোহেল মাহমুদ সোহাগ গাংনীর শিশিরপাড়া অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী মোঃ আবুল কালামের ছেলে। অভিযোগে তিনি জানান, গত মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) আনুমানিক আড়াইটার সময় তিনি গাংনী হাসপাতালে যান। হাসপাতালের দেয়ালে লাগানো বিজ্ঞপ্তি সম্বলিত জরুরী ফোন নম্বরসহ একটি ফেস্টুন দেখতে পেয়ে তিনি ছবি তোলেন।

এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. এম রিয়াজুল আলম সিসি ফুটেজে বিষয়টি দেখতে পেয়ে সরকারি গাড়ি নিয়ে সোহাগকে অনুসরণ করেন এবং কাথুলী মোড়ে গিয়ে তাকে থামান। এসময় তিনি ছবি তোলার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, জরুরি চিকিৎসায় কাজে লাগতে পারে বলে ছবি তুলেছেন এমনটি জানায় সোহাগ। তিনি উত্তেজিত হয়ে তার বিরুদ্ধে হট লাইন নাম্বারে অভিযোগ করবে কি না বা কেউ তাকে তার পিছে লাগিয়েছে কিনা এমন প্রশ্ন করে ধমকাতে থাকেন ।

সোহাগ অভিযোগে আরো জানান, তিনি আমাকে তার গাড়িতে উঠাতে পিড়াপিড়ি করেন। আমি গাড়িতে উঠতে না চাইলে আমার ফোন কেড়ে নেবার চেষ্টা করেন এবং আমাকে হাসপাতালের আশেপাশে দেখলে দালাল বলে পুলিশে দেওয়ার হুমকি দিয়ে চলে যান ।
এ ঘটনায় একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে এই হুমকি এবং অসৌজন্যতা আমার জন্য চরম অপমানজনক।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ডাঃ রিয়াজুল আলম গাংনী উপজেলায় দায়িত্বে

আসার কয়েকমাস পর থেকেই বেশ কিছু অনিবন্ধিত ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লোকজনের সাথে আতাত করে তাদের নিয়োজিত দালালদের হাসপাতালে প্রশ্রয় দিয়েছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করে হাসপাতালের আয়া,বয় সিস্টারসহ কর্মচারী, কর্মকর্তাদের সেই সব প্রতিষ্ঠানে রোগী পাঠানোর জন্য চাপ প্রয়োগ এবং সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে অজ্ঞানের ডাক্তার ছাড়াই ওইসব ক্লিনিকে ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন করেন। সেই সাথে ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক মালিক ছাড়াও তিনি স্থানীয় কিছু সমাজবিরোধী মানুষের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলে উপজেলার বিভিন্ন ক্লিনিক ডায়াগনষ্টিক সেন্টারকে চাপ প্রয়োগ ও হয়রানি করে অনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছেন। এতে এই অঞ্চলের সরকারি, বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

মেহেরপুরে অ্যাপের মাধ্যমে কৃষক নিবন্ধনের উদ্বোধন

অ্যাপের মাধ্যমে কৃষক নিবন্ধন কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে মেহেরপুর আমঝুপি বাজার ও বারাদি বাজারে দুটি বিকাশ ফ্লাক্সি লোডের দোকানে নিবন্ধন কেন্দ্র চালু করা হয়ছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে দোকান দুটি চালু করা হয়।
মেহেরপুর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মোমিনুল ইসলাম উপস্থিত থেকে দোকান উদ্বোধন করেন।
এ সময় জেলা খাদ্য কর্মকর্তা আবদুল হামিদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ১০ বছর বয়সী মাদ্রাসা

ছাত্রীর রহস্য জনক মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় মাসুমা জান্নাত মহিলা মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রীর রহস্য জনক মৃত্যু হয়েছে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে। টাকা ও মোবাইল চুরির অভিযোগে একই মাদ্রাসার ৮২ জন ছাত্রীর চাল পড়া খাওয়ানো হলেও মৃত ছাত্রী তা খাইনি, এ জন্য কোন সমস্যায় তার মৃত্যু হয়েছে কিনা পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে । তবে তার বাবা সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন ঐ মাদ্রাসায় টাকা ও মোবাইল চুরির কথা শুনে বুধবার মেয়ে আনতে গিয়ে ছিলাম, কিন্তু বুধবার আমার মেয়ে আমার কাছে দিলে মা আমার মরতো না, সারারাত গুঁমড়ে কেদে কেদে পেট ফুলে মেয়ে আমার মৃত্যুবরণ করেছে । পুলিশ ও তার পরিবারের লোকজন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন গত ২০ অক্টোবর চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার অন্তর্গত দর্শনা থানার কুন্দিপুর গ্রামের দুলাল হোসেন এর কন্যা আফসানা দোলা(১০) ও একই গ্রামের আরিফুল ইসলাম এর কন্যা রাবেয়া খাতুন (১২) কে ঐ মহিলা মাদ্রাসায় তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করান। কিন্তু মাদ্রাসায় পড়তে সে খুব বেশি রাজি ছিল না। ইতোমধ্যে গত শনিবার উক্ত মাদ্রাসা থেকে ২ হাজার ৭শ টাকা ও একটি মোবাইল চুরি হয়ে যায়। চোর ধরতে কতৃপক্ষ একই মাদ্রাসার ৮২ জন ছাত্রীর চাল পড়া খাওয়াই। আফসানা দোলা ছুটিতে বাড়ি থাকায় তাকে চাল পড়া খাওয়ানো সম্ভব হয়নি বলে সাংবাদিকদের জানান কতৃপক্ষ। বাড়ি থেকে রোববার সে মাদ্রাসায় আসার পর বিভিন্ন জনের কাছে থেকে নানা ধরনের কথা শুনে ছোট মানুষ দোলা কান্না করতে থাকে । গত বুধবার সন্ধ্যায় তাদের গ্রামের বাড়ির একটি অনুষ্ঠানের জন্য বাড়ির লোকজন রাবেয়া ও দোলাকে আনতে গেলে মাদ্রাসা কতৃপক্ষ জানান আজ না কাল সকালে নিয়ে যাবে । মা বাবার কাছে যেতে না পেরে ও এ কথা শোনা মাত্রই ১০ বছর বয়সী দোলা সারা রাতই গুঁমড়ে গুঁমড়ে কেদে মুর্ছা যায়। তার পর থেকে তার আর জ্ঞান ফেরেনি। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে স্থানীয় ডাক্তার নাজমুল হাসান এর কাছে নেয়া হলে, সে জানায় রোগীর কোন হার্টবিট পাইনি। পরে জীবননগর উপজেলা হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন । মাদ্রাসার অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া জানান টাকা ও মোবাইল চুরির ঘটনায় অন্য ছাত্রীদের চাল পড়া খাওয়ালেও দোলাকে খাওয়ানো হয়নি। তার মৃত্যুটি কি ভাবে হলো আমারা জানিনা। করোনার মধ্যেও কে ক্লাস হয় বলা হলে কোন কথার উত্তর দিতে পারেনি। দোলার বাবা দুলাল হোসেন জানান আমার শিশু বাচ্চা মেয়েটাকে যদি বুধবার সন্ধ্যায় আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিত তা হলে আর মৃত্যুটা হত না। আমার মেয়ে আমার জন্য কেদে